BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION (BGMEA)
"Made in Bangladesh with Pride"
BGMEA Complex, House # 7/7A, Block # H 1, Sector 17, Uttara, Dhaka-1230, Tel.:09638012345

Ref: বিজ্ঞপ্তি নং - বিজিএ/কাস/২০২০/১৩৯ তারিখঃ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০

সম্মানিত সকল সদস্যদের জন্য

এতদ্বারা সম্মানিত সকল সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, করোনা ভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকা থাকায় অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান সহ অন্যান্য খাত সমূহ তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারার কারনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত **ঋণ শ্রেণীকরন** শিথিলতার মেয়াদ **৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে বৃদ্ধি করে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০** পর্যন্ত করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে জারীকৃত **বিআরপিডি সার্কুলার নং - ১৭; তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০** আপনাদের সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য এতদসংগে সংযুক্ত করা হল।

কমডোর মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক (অবঃ)
এনইউপি, এনডিসি,পিএসসি,এমফিল
সচিব

BGMEA Regional Office : BGMEA Bhaban (Lebel-4&5) 669/E, Jhautala Road (Near CNG Station), South Khulshi, Chittagong.
Tel: +880-31-2867401-10 (PABX), Fax: +880-31-2867412, E-mail: info@bgmeactg.org

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৭

তারিখঃ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ / ১৩ আশ্বিন ১৪২৭

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ শ্রেণীকরণ প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ১৯ মার্চ ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪ এবং ১৫ জুন ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৩ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে করোনা ভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৩/২০২০ এর মাধ্যমে ঋণ শ্রেণীকরণের বিষয়ে এ মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল যে, ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ঋণের শ্রেণীমান যা ছিল, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সময়ে উক্ত ঋণ তদাপেক্ষা বিরূপমানে শ্রেণীকরণ করা যাবে না। তবে, কোন ঋণের শ্রেণীমানের উন্নতি হলে তা যথাযথ নিয়মে শ্রেণীকরণ করা যাবে। এছাড়া উক্ত সার্কুলার এর মাধ্যমে ঋণ/বিনিয়োগের পরিশোধ/সমন্বয়, কিস্তি ইত্যাদি বিষয়েও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল।

০৩। কোভিড-১৯ এর কারণে অর্থনীতির অধিকাংশ খাতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এর নেতিবাচক প্রভাব দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকা থাকায় অনেক শিল্প, সেবা ও ব্যবসা খাত তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না। বর্ণিত বিষয়াবলী বিবেচনায় এবং ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার ব্যবসায়ের উপর কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব সহনীয় মাত্রায় রাখার লক্ষ্যে ঋণ/বিনিয়োগ এর মেয়াদ/পরিশোধসূচী নির্ধারণ ও শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবে ঃ

ক) ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ঋণ/বিনিয়োগের শ্রেণীমান যা ছিল, আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সময়ে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ তদাপেক্ষা বিরূপমানে শ্রেণীকরণ করা যাবে না। তবে, কোন ঋণ/বিনিয়োগের শ্রেণীমানের উন্নতি হলে তা যথাযথ নিয়মে শ্রেণীকরণ করা যাবে।

খ) অনুচ্ছেদ-৩(ক)-এ বর্ণিত নির্দেশনা পরিপালনের লক্ষ্যে ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বিদ্যমান মেয়াদী (স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ) ঋণ/বিনিয়োগসমূহের বিপরীতে ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ সময়কালীন প্রদেয় কিস্তিসমূহ deferred হিসেবে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে জানুয়ারী/২০২১ হতে সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগের কিস্তির পরিমাণ ও সংখ্যা পুনঃনির্ধারিত হবে। পুনঃনির্ধারণকালে জানুয়ারি/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত যতসংখ্যক কিস্তি প্রদেয় ছিল তার সমসংখ্যক কিস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সময়ের কোন কিস্তি পরিশোধিত না হলেও উক্ত কিস্তিসমূহের জন্য মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা কিস্তি খেলাপী হিসেবে বিবেচিত হবেন না।

গ) ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বিদ্যমান চলমান ও তলবী ঋণ/বিনিয়োগসমূহ এবং উক্ত তারিখ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সৃষ্ট তলবী প্রকৃতির ঋণ/বিনিয়োগ এর মেয়াদ/সমন্বয়ের তারিখ বিদ্যমান মেয়াদ হতে ১২(বার) মাস অথবা ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ (যেটি আগে ঘটে) পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।

ঘ) অনুচ্ছেদ-৩(খ) ও ৩(গ)-এ বর্ণিত সুবিধা চলাকালীন ঋণ/বিনিয়োগের উপর সুদ/মুনাফা আরোপের ক্ষেত্রে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা বলবৎ থাকবে অর্থাৎ ঋণ শ্রেণীকরণ, পুনঃতফসিলকরণ, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪/২০১৫ এর আওতায় পুনর্গঠন এবং বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫/২০১৯ এর আওতায় পুনঃতফসিলকরণ/এককালীন এক্সিট সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ/বিনিয়োগসহ যে সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি-নিষেধ রয়েছে, সে সকল ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে নগদ আদায় ব্যতিরেকে আরোপিত সুদ/মুনাফা আয়খাতে স্থানান্তর করা যাবে না। উক্ত সময়ে ঋণ/বিনিয়োগের উপর কোনরূপ দন্ড সুদ বা অতিরিক্ত ফি (যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন) আরোপ করা যাবে না।

ঙ) কোন গ্রাহকের উল্লিখিত সুবিধা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত না হলে পূর্বনির্ধারিত পরিশোধসূচী অনুযায়ী অথবা ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয়/পরিশোধ করা যাবে।

চলমান পাতা-০২

চ) অনুচ্ছেদ-৩(ক) হতে ৩(গ)-এ বর্ণিত বিশেষ সুবিধা গ্রহণ না করে কোন গ্রাহক কর্তৃক স্বেচ্ছায় মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগের (স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ) কিস্তি পরিশোধ এবং চলতি ও তলবী ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয়/পরিশোধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক যৌক্তিক রিবেট সুবিধা প্রদান করা যাবে।

০৪। এ সার্কুলারের মাধ্যমে কিস্তি পরিশোধ/সমন্বয়ের জন্য বর্ধিত সময়ের সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ/বিনিয়োগের উপর আরোপিত সুদ আয়খাতে স্থানান্তরকরণ এবং ঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণের বিষয়ে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

০৫। ইতোপূর্বে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪/২০২০ এবং ১৩/২০২০ এর নির্দেশনা এতদ্বারা রহিত করা হলো।

০৬। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

০৭। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

মোঃ নজরুল ইসলাম
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২